দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 29 JAN 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত করিতে হইবে

সরকারী দল

ব্যর্থতা ঢাকিবার জন্য ছাত্রদের দোষারোপ করা হইতেছে

বিরোধী দল

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতির উপর গতকাল (রবিবার) জাতীয় সংসদে অসমাপ্ত আলোচনায় সরকারীদল শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত করার জন্য আইনসংস্কার ও কঠোর পদক্ষেপের দাবী জানাইয়াছে।

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

সরকারীদল-বিরোধীদল

(১ম পৃঃ পর)

বিরোধীদল বলিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলির অবস্থা জেলখানার চাইতেও খারাপ। ছাত্রসমাজের সামনে চাকুরির কোন নিশ্চয়তা নাই। শিক্ষালাভ, বাঁচা ও গণতান্ত্রিক জীবনলাভের জন্য তারুণ্যের আকাঙ্খা পূরণের ক্ষেত্রে স্বীয় ব্যর্থতা ঢাকিবার জন্য সরকার ছাত্রসমাজের উপর দোষারোপ করিতেছে। সংসদে উভয় পক্ষ ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের যুগোপযোগী সংস্কারের সুপারিশ করে। আলোচনায় বলা হয়, ভার্সিটির ব্যয়ভারের ৯৮ ভাগই সরকারী মঞ্জুরি—জনগণের অর্থ ব্যয়ের জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।

গতকাল বিকাল সাড়ে ৪টায় শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতির উপর আলোচনার সূত্রপাত করিয়া শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন, খানিকটা উন্নতি ঘটিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্যপট মলিন। তিনি দুরারোগ্য সেশনজট, অনাকাঙ্খিত পরিবেশ, দলাদলি, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, শিক্ষকদের নির্বাচনী দলাদলি, শিক্ষার মান ও পরিবেশ ব্যাহত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, একদা বিচার পাইবার আশায় বিপন্ন মানুষ জহুরুল হক হলে যাইত। আজ রিকশা ঘুরাইয়া ভার্সিটি এড়াইয়া যায়। আজ কানে বোমার আওয়াজ আসিলে মানুষ বুঝিতে পারে ফ্যাকাল্টি অব বোম্বিং-এ ক্লাস শুরু হইয়াছে। বিরোধীদলের নেতা আসম রব বলেন, গালি দিয়া নিষ্কৃতি পাইবার পথ নাই। এ পরিস্থিতি কাহারা সৃষ্টি করিয়াছে? তিনি বলেন, ৭১'র পর ৭২ হইতে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের সূত্রপাত। ৭৪-এর পর উপর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন, সমস্যাটা শিক্ষাঙ্গনের নয়, শিক্ষানীতির। রাজধানীতেই শিক্ষা নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। রাজধানীতে রুচিবোধ নিশ্চিহ্ন হইয়া বিরোধিতার অর্থ আজ হত্যা করার পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। বিরোধীদল গবেষণাধর্মী মননশীল জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র হিসাবে ভার্সিটিসমূহ বিকশিত করার জন্য শিক্ষকদের মাহিনাপত্র বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা প্রসারের দাবী জানায়।

বিরোধীদলের চীফ হুইপ নূর আলম জিকু, সরকারী দলের শহীদুল ইসলাম খাঁ, এম এ রেজা, কপ সদস্য খন্দকার মফিজুর রহমান রোকন, জাসদ সদস্য আবদুল মতিন মিয়া, সরকারী দলের ডঃ টি আই এম ফজলে রাব্বি, স্বতন্ত্র সদস্য নুরুল ইসলাম মনি ও মিয়া আব্বাস উদ্দিন, সরকারীদলের আবু নূর মোহাম্মদ বাহারুল হক, জাসদের মাযহারুল হক শাহ চৌধুরী, স্বতন্ত্র সদস্য আসগর আলী খান, সরকারী দলের গোলাম সারওয়ার মিলন, অধ্যক্ষ আজহারুল হক, অধ্যক্ষ সাদ জগলুল ফারুক, বিরোধীদলের আতাউর রহমান (সিরাজগঞ্জ-৩) ও স্বতন্ত্র সদস্য সিরাজুদ্দিন আহমদ বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ আজ (সোমবার) এ প্রশ্নে বক্তব্য রাখিবেন।

শিক্ষামন্ত্রী জুলাইয়ের মধ্যে ৭০ ভাগ শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করার লক্ষ্য অর্জনের সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়া বলেন, তাহাদের ধরিয়া রাখাই বড় সমস্যা। বর্তমানে শতকরা ১১ ভাগ হারে ছাত্র ঝরিয়া পড়িতেছে। মাধ্যমিক শিক্ষায় নকল প্রতিরোধে তিনি সাফল্য দাবী করেন। তিনি জানান, কারিগরি শিক্ষা খাতে এখন হইতে বেসরকারীখাতে পলিটেকনিক ও মনোটেকনিক প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্র ও অভিভাবকদের চেষ্টায় প্রকৌশল ভার্সিটিতে সেশন জট শেষ হইয়াছে। ১৯৮৯ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৯০ দিন ক্লাস হইয়াছে। ভার্সিটিসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যাপারে জবাবদিহির জন্য তিনি ৭৩-এর অধ্যাদেশ সময়োপযোগী করার প্রয়োজন উল্লেখ করিয়া বলেন জাতির সংবিধানও ইতিমধ্যে ৯ বার পরিবর্তিত হইয়াছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা ভার্সিটিকে সন্ত্রাস মুক্ত করিতে চাই। জাতীয় পার্টি উহার ছাত্র পরিষদ বিলুপ্ত করিয়াছে। তিনি ছাত্রদের দাবার ঘুটি হিসাবে ব্যবহার নাকরার জন্য বিরোধীদলের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলেন, সাধারণ ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকরা আজ সংঘঠিত হইতেছে। শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অতিমাত্রায় রাজনীতি গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং শিক্ষিত মানুষ শিক্ষার প্রতি অনুরাগ হারাইয়াছে—ইহা শিক্ষার সংকটকে তীব্রতর করিতেছে। হতাশা ও নৈরাজ্যের মধ্যেও তিনি শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনকে মমত্বের সহিত গ্রহণের আহ্বান জানাইয়া বলেন, ২০০০ সনের মধ্যে সার্বজনীন শিক্ষা বাস্তবায়নের বাংলাদেশের চেষ্টা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করিতেছে। ৪র্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা মেয়াদে জাতীয় উৎপাদনের ৬.৩ ভাগ শিক্ষা খাতে ব্যয়িত হইবে।

৭৩-এর অধ্যাদেশ সংশোধনের বিষয় পর্যালোচনাকারী সংসদীয় শিক্ষা কমিটির সভাপতি জাতীয় পার্টির সদস্য অধ্যক্ষ সাদ জগলুল ফারুক (ভোলা-৪) বলেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা যাইবে না, কিন্তু রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি ও নেতাদের শিক্ষাঙ্গনে আনয়ন বন্ধ করিতে হইবে। সেই সাথে মিটিং-মিছিল নিয়ন্ত্রণ, ৭৩-এর অধ্যাদেশ সংশোধন, ভিসি নির্বাচন বন্ধ করা এবং বিভাগীয় প্রধান ও ডীন পদে প্রফেসরের নিম্নে কাহাকেও দায়িত্ব দান না করার পরামর্শ দিয়া বলেন, ভাইস চ্যান্সেলার নির্বাচন বর্তমানে এমন পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়, প্রার্থী কোন গ্রুপে যোগ না দিয়া পারেন না। সিনেটের ছাত্র প্রতিনিধিরা তাহাদের লইয়া বাড়ী বাড়ী গিয়া ভোট চাহেন।